কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রশ্ন ফাঁস ও নকল রোধে ডিজিটাল পদ্ধতি

আজিজুল পারভেজ ▷

পরীক্ষা পদ্ধতি ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমেই পাবলিক ও নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ও নকল রোধ করার উপায় খুঁজছে সরকার। এ জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী জেএসসি পরীক্ষা ডিজিটালাইজ পদ্ধতিতে গ্রহণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'ডিজিটাল এক্সাম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শিরোনামে এক মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন, খ্যাতিমান আইটি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এম কায়কোবাদ। তিনি জানান, ডিজিটালাইজ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হলে পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন ফাঁসের আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিটি পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করা হবে। এই প্রশ্ন ব্যাংক থেকে সকালে প্রশ্ন তৈরি করে অনলাইনের মাধ্যমে পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্ন ছাপিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। অনলাইনে প্রশ্ন আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ২০০ ডিজিটের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে, যা হ্যাক করাও সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করার ফলে একই প্রশ্ন পরের বছরগুলোতে পুনরাবৃত্তির সুযোগ থাকবে না। প্রতিটি পরীক্ষার জন্যই চার সেট করে প্রশ্ন তৈরি করা হবে। স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হবে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) প্রশ্নপত্র। ফলে নকল করার কিংবা কোনো প্রশ্নের উত্তর বলে দেওয়ারও সুযোগ থাকবে না। কারণ একটি প্রশ্নের চারটি উত্তরের ক্রম একেক প্রশ্নে একেক রকমের হবে।

অধ্যাপক ড. এম কায়কোবাদ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে 'ডিজিটাল এক্সাম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'-এর বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোস্ট্যাট মেশিন লাগবে। এতে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা ও কী পরিমাণ ব্যয় হবে তাও উপস্থাপন করা হয়। বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ছাপিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠাতে যে পরিমাণ ব্যয় হয় তার চেয়ে ডিজিটালাইজ পদ্ধতিতে ব্যয় অনেক কম হবে বলে জানানো হয়।

- ▶ সব নিয়োগ ও পাবলিক পরীক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ
- ▶ কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রশ্ন ছেপে পরীক্ষা
- ▶ জেলায় জেলায় অবকাঠামো স্থাপন হবে

সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, আট সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটালাইজ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত , অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বুয়েটে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ড. এম কায়কোবাদ। ঈদের আগেই বোর্ড চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বুয়েটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

ডিজিটাল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন প্রসঙ্গে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও ভর্তি পদ্ধতি এরই মধ্যে ডিজিটালাইজ হয়ে গেছে। এখন সব নিয়োগ ও একাডেমিক পরীক্ষা পদ্ধতি ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। এ জন্য বিভিন্ন রকম একাডেমিক ও নিয়োগ পরীক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত সব পক্ষকে যুক্ত করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিসিএসসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে যুক্ত করা হবে। সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। যাদের যখন পরীক্ষা হবে তারা সে সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে। সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হলে পরীক্ষা বাবদ সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব গৌতম কুমার বলেন, 'আগামী জেএসসি (অষ্টম শ্রেণির সমাপনী) পরীক্ষা ডিজিটালাইজ পদ্ধতিতে গ্রহণ করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। তবে এত বড় পরীক্ষায় তা প্রয়োগ করার আগে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য এনটিআরসিএর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় তা প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। বুয়েটে গিয়ে এ সম্পর্কে আরো অবহিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

স্মরণযোগ্য যে, কয়েক বছর ধরে পাবলিক পরীক্ষা ও বিসিএসসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস রোধে শুরু হয়েছে নানামুখী তৎপরতা। দেশে প্রথমবারের মতো আগামী ২৭ জুন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ডিজিটালাইজ পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে যাচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। জেলাভিত্তিক ওই পরীক্ষা প্রথম দিন দেশের পাঁচটি জেলায় গ্রহণ করা হচ্ছে।